গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd

প্রেস রিলিজ

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা ধরে রেখে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহবান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ৩১ মার্চ, ২০২২: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মর্যাদা ধরে রেখে বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার, ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ কক্সবাজারে আয়োজিত একটি দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন প্রান্ত হতে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি একথা বলেন।

“আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এই মর্যাদা ধরে রেখেই আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যাতে আমরা উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে পারি যেটা জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল”, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন।

তিনি আরও বলেন,”বাংলাদেশকে আর কেউ পিছনে টানতে পারবেনা। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।“

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি বলেন,”যে পাকিস্তান শোষণের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের দাবিয়ে রেখেছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল রাষ্ট্র পরিচালনায় গত এক যুগে আর্থসামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসন লাভ করেছে”।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি; বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম পি, উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় উন্নয়নের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি জনাব ড. আহমদ কায়কাউস এই পর্বটি সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন “বিগত তের বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে রূপকল্পের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে দেশ। ঋণ নির্ভর অর্থনীতি থেকে স্বল্প পরিসরে ঋণদানকারি একটি দেশে পরিণত হয়েছে।“

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

দিনব্যাপী এই জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে লাবণী সমুদ্র সৈকতে মেলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্কুল পর্যায়ে গান, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd

উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় দ্বিতীয়বারের মত স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সবগুলো সূচকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়।

এরপর, গত ০৮ জুন ২০২১ তারিখ জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকসোক) সিডিপি'র উল্লিখিত সুপারিশে অনুমোদন প্রদান করে।

সবশেষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ০৫ (পাঁচ) বছরের প্রস্তুতিকালসহ স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশে অনুমোদন প্রদান করে।

আশা করা হচ্ছে যে পাঁচ বছর প্রস্তুতিকাল শেষে বাংলাদেশের উত্তরণ ২০২৬ সালে কার্যকর হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেটি কিনা জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত উত্তরণের তিনটি মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ এমন একটি সময়ে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করল যখন সমগ্র দেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ঐতিহাসিক অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আপামর জনসাধারণকে অবহিতকরণ করা হচ্ছে। এরই প্রথম ধাপ হিসেবে আগামী ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ কক্সবাজারে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কক্সবাজারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ যেমন- মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, কক্সবাজারের ঘুমধুম পর্যন্ত রেলওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প, কক্সবাজারের পর্যটন সম্ভাবনা, আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং স্থানীয় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে অভাবনীয় আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে— এই আয়োজনটি সেই অর্জনেরই একটি বিশেষ স্বীকৃতি। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

একই সঙ্গে উক্ত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক জাতীয় অর্জন সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।